[redacted]

[redacted]

ময়নাতদন্তের পরই প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

কুষ্টিয়ার মিরপুরে শিশু ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ, গণধোলাইয়ের পর পুলিশে সোপর্দ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে একটি পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ছবির শেখ (৪৫) নামে এক ব্যক্তিকে স্থানীয়রা গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার নওপাড়া এলাকায়। আটককৃত ছবির শেখ মিরপুর উপজেলার নওপাড়া এলাকার খবির শেখের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গণধোলাইয়ের শিকার ছবির শেখের বিরুদ্ধে এর আগেও ধর্ষণের অভিযোগ ছিল। ধর্ষণ মামলায় তিনি দীর্ঘদিন জেল খেটেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয়দের বরাতে জানা যায়, রবিবার দুপুরে পাঁচ বছর বয়সী দুটি শিশু বাড়ির পাশে নদীতে কচুরিপানা নিয়ে খেলছিল। এই সুযোগে ছবির শেখ একটি শিশুকে জোর করে ধর্ষণের চেষ্টা করে। বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয়রা তাকে আটক করে গণধোলাই দেয়। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে তারা এসে ছবির শেখকে আটক করে নিয়ে যায়।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, “ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে গণধোলাইয়ের শিকার ওই ব্যক্তিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।”

ঝিনাইদহে স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে সরকারি গাছ কাটার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ২নং মধুহাটি ইউনিয়নের চোরকোল গ্রামের পূর্বপাড়ায় রাস্তার পাশের প্রায় অর্ধলাখ টাকা মূল্যের একটি সরকারি গাছ কেটে বিক্রি করেছেন মামুন মল্লিক (৪০) নামে এক স্কুল শিক্ষক। তিনি ওই গ্রামের মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে এবং সদর উপজেলার ১৬নং চন্ডীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, এলজিইডি’র (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর) আওতায় নির্মিত সড়কের পাশে থাকা একটি বড় কড়াই গাছ কেটে বিক্রি করা হয়েছে। জানা গেছে, মামুন মল্লিক বন বিভাগ বা এলজিইডি থেকে কোনো অনুমতি না নিয়েই গাছটি কেটে ফেলেন। স্থানীয়রা বাধা দিলেও তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত না করে গাছটি কেটে এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেন।

গ্রামবাসীরা জানান, পবিত্র ঈদুল ফিতরের ছুটির সুযোগ কাজে লাগিয়ে মামুন মল্লিক গাছটি কেটে ফেলেন। গাছটির বাজারমূল্য আনুমানিক অর্ধলাখ টাকা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় ব্যক্তি জানান, মামুন মল্লিক শুধু সরকারি গাছই নয়, সম্প্রতি একই গ্রামের গোলজার হোসেনের পৈত্রিক জমি থেকে প্রভাব খাটিয়ে জোরপূর্বক ৫০ হাজার টাকা মূল্যের একটি কড়াই গাছও কেটে নিয়েছেন। গোলজার হোসেন মামুনের ভয়ে এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ করতে সাহস পাননি।

এমন কর্মকাণ্ডে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ বিরাজ করছে। সচেতন মহলের প্রশ্ন একজন শিক্ষক হয়ে কীভাবে সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির গাছ কেটে নেওয়া যায়?

স্থানীয় বাজার গোপালপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মাজহারুল ইসলাম জানান, “৪ এপ্রিল সকালে এসিল্যান্ড স্যারের মাধ্যমে জানতে পারি যে চোরকোল গ্রামের মামুন মল্লিক সরকারী গাছ কেটে নিচ্ছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেলে তিনি আমার কোনো কথায় কর্ণপাত না করে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন এবং বলেন, ‘আপনি কি আগের পুলিশ? কিসের এসিল্যান্ড? তাকে ফোন দেন, আমি কথা বলবো।’

এ বিষয়ে মামুন মল্লিকের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি এক সাংবাদিকের আত্মীয় পরিচয় দিয়ে বলেন, “আমি আমার পৈত্রিক জমি থেকে গাছ কেটেছি, এটি সরকারি রাস্তার গাছ নয়।” এরপর তিনি ফোনটি কেটে দেন।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস জানান, “সরকারি গাছ কেটে নেওয়া বা বিক্রি করার কোনো সুযোগ নেই। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

ঝিনাইদহে ইমামের বিরুদ্ধে শিশু ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ

ঝিনাইদহে এবার আব্দুর রহিম নামে এক ইমামের বিরুদ্ধে আট বছরের শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর ওই ইমামকে এলাকাবাসী আটক করে।

অভিযুক্ত আব্দুর রহিমের বাড়ি কুমিল্লায়। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী।

গতকাল বুধবার দুপুরে শহরের আরাপপুর সোনালীপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী শিশুটি শহরের একটি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী।

ভিকটিম শিশুর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুরে শিশুটিকে মসজিদের একটি ঘরে ডেকে নেয় আব্দুর রহিম। পরে শিশুটিকে পাশবিক নির্যাতনের চেষ্টা চালায়। এ সময় শিশুটি চিৎকার করলে অভিযুক্ত আব্দুর রহিম তাকে ছেড়ে দেয়। পরে শিশুটি বাড়িতে ফিরে তার মায়ের কাছে ঘটনাটি খুলে বলে।

ঘটনার পরে স্থানীয়রা অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অভিযুক্ত আব্দুর রহিম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি ও ভিকটিম শিশু কর্তৃক বর্ণনার ভিডিও সংরক্ষিত আছে।

এদিকে ঘটনাটি জানাজানি হলে অপরিচিত কয়েকজন এসে অভিযুক্ত আব্দুর রহিমকে তাদের হেফাজতে নেন। আব্দুর রহিমকে কারা নিয়ে গেছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

জানা গেছে, অভিযুক্ত আব্দুর রহিম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনার পাশাপাশি আরাপপুরের সোনালীপাড়া জামে মসজিদে তারাবি নামাজের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন।

অভিযুক্ত আব্দুর রহিমের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তাকে পাওয়া যায়নি। তবে বুধবার দুপুরে ধারণকৃত একটি ভিডিওতে অভিযুক্তকে ঘটনার দায় স্বীকার করতে দেখা গেছে। ওই ভিডিওতে অভিযুক্ত আব্দুর রহিম বলেন, আমি শিশুটির সঙ্গে অন্যায় করেছি। কিন্তু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। ধর্ষণের অভিযোগ সত্য নয়।

আরাপপুর সোনালীপাড়া জামে মসজিদের সভাপতি মিজানুর রহমান বলেন, ওই শিশুর বাবা মায়ের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। তারা জানিয়েছেন এই ঘটনা সম্পর্কে আমার জানা নাই।

অভিযুক্তের ভিডিও স্বীকারোক্তির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি ভিডিওতে কি বলেছেন তা আমি জানিনা। আপনাদের কাছে স্বীকারোক্তির ভিডিও থাকলে যা ইচ্ছা লিখতে পারেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এ ধরনের ঘটনা জানতে পারিনি। কোন অভিযোগও পায়নি। অভিযোগ পেলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

চিৎলা পাটবীজ খামারের জেডির বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও টেন্ডার বাণিজ্যের অভিযোগ

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও তার স্ত্রী সৈয়দ মোনালিসা ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে বিগত বছরগুলোতে এশিয়া মহাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম চিৎলা ভিত্তি পাটবীজ খামারটি নানা অনিয়ম,

দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ ও চুরি করে খামারটি দেওলিয়া করার অভিযোগ উঠেছে যুগ্ম পরিচালক (জেডি) মোর্শেদুল ইসলাম।

পতিত স্বৈরাচার সরকারের পতন হলেও বহাল তবিয়তে তার দূর্ণীতি, অর্থলোপাট ও অপকর্মচালিয়ে আসছেন ফ্যাসিস্ট সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রীর এই দোসর।

খামারটিতে টেন্ডার বিহীন গাছ কেটে সাবাড়, বিনা টেন্ডারে ড্রেন নির্মাণের নামে অর্থ লোপাট, রং করণ, বিচুলি, খড়, অবীজ আলু, ধান বিক্রি, চুরি করে বীজ বিক্রি করে অর্থ আত্মসাৎ, অতিরিক্ত শ্রমিক দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ, যন্ত্রপাতি মেরামতের নামে অর্থ লোপাট, জ্বালানি তেলের বরাদ্দ আত্মসাৎ, রাসায়নিক ও কীটনাশকের অর্থ আত্মসাৎ করে বিগত বছর গুলোতে কোটি কোটি টাকা পকেটস্থ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এছাড়া টেন্ডারের নামে নিজের আত্মীয় স্বজনকে কৌশলে টেন্ডার পাইয়ে দিয়েছে এই কর্মকর্তা। এছাড়া তার বিরুদ্ধে রয়েছে অফিসের এক নারী অফিস সহকারির সাথে গোপনে অপকর্মের অভিযোগ।

গত মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) স্থানীয়দের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, খামারের ফলকর বাগান, পাটখড়ি ও নন সীড ধানের টেন্ডার নিয়ে এলাকার ব্যবসায়ী, ঠিকাদার ও স্থানীয়দের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। তাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, খামারের যুগ্ম পরিচালক মোর্শেদুল ইসলাম টেন্ডার নীতিমালা বহির্ভূতভাবে মনগড়া নিয়ম তৈরী করে পছন্দের লোককে টেন্ডার পাইয়ে দেয়ার পন্থা অবলম্বন করছেন। এনিয়ে এলাকার ব্যবসায়ী ও ঠিকাদারদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার নুর ইসলাম, নাজমুল হোসাইন ও ইমনসহ কয়েকজন জানান, চিৎলা পাটবীজ খামারে আজ টেন্ডার ছিলো। এতে এলাকার ব্যবসায়ী ও ঠিকাদাররা অংশগ্রহণ করেন। নিয়ম অনুযায়ী বেলা ১২ টার মধ্যে শিডিউল ড্রপ করতে হবে। আমরা সে অনুযায়ী শিডিউল ড্রপ করি। নিয়ম ছিল শিডিউল ড্রপ করার পর সবার উপস্থিতিতে বেলা সাড়ে ১২ টায় শিডিউল অপেন করা হবে। কিন্তু খামার কর্তৃপক্ষ হঠ্যাৎ করে একটা নোটিশ টাঙিয়ে দিয়ে আমাদেরকে বলে আজ আর শিডিউল অপেন করা হবে না।

আগামীকাল বুধবার অপেন করা হবে। নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারি মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় কোন শিডিউল ড্রপ হয়নি। কিন্তু জেডি মোর্শেদুল আজ শিডিউল অপেন না করে,

চুয়াডাঙ্গায় গিয়ে নিজস্ব ঠিকাদার দিয়ে নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পরেও অনৈতিক ভাবে শিডিউল ড্রপ করার পর, এখানে ফোন দিয়ে জানায় চুয়াডাঙ্গায় একটি শিডিউল ড্রপ হয়েছে। ইতিপূর্বেও উনি টেন্ডার নিয়ে এমন অনিয়ম করেছে। নিজের ঠিক করা লোক দিয়ে শিডিউলে সর্বোচ্চ দাম দিয়ে টেন্ডার পাইয়ে দিয়েছে। পরে শিডিউল কাটাছেরা করে দাম কমিয়ে নতুন করে শিডিউল তৈরি করার মতো অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

খামারের শ্রমিকদের উপদেষ্টা শফিউর রহমান ট্রমা জানান, খামারের বর্তমান যুগ্ম পলিচালক সবসময় শেখ হাসিনার পরিচয় দিতেন। চুয়াডাঙ্গার সেলুন জোয়াদ্দারের পরিচয় দিতেন। আর সকল অনিয়ম ও দুর্নীতি করে পার পেয়ে যেতেন। এই খামারের বড় বড় গাছ উনি কেটেছেন আর বাড়ীর ফার্নিচার তৈরির জন্য চুয়াডাঙ্গায় নিয়ে গেছেন। সেখানে তিনি গরুর খামার গড়ে তুলেছেন। আর গরুর খাবার হিসেবে এই খামারে যত ধান চাষ হয়। তার সব বিচালি খামারের গাড়ী ব্যবহার করে কোন টেন্ডার ছাড়াই নিয়ে যান। এছাড়া চুয়াডাঙ্গা থেকে তার আত্মীয়ের সারের দোকান থেকে নিম্নমানের সার ও বিষ নিয়ে আসেন।

তিনি মনে করেন এই খামার তার পৈত্রিক সম্পাতি। খামারের কেউ কিছু বললেই তাকে কাজ থেকে ছাটাই করা হয়। সে যোগদানের পরে শ্রমিকদের কাজও কমে গেছে। শ্রমিকদের কাজে না লাগিয়ে আগাছা পরিষ্কারের জন্য নিন্মমানের কীটনাশক প্রয়োগ করে জমির ফসল পুড়িয়ে ফেলারও অভিযোগ রয়েছে জেডির বিরুদ্ধে। এই ঐতিহ্যবাহী খামারের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য বর্তমান যুগ্ম পলিচালককে এখান থেকে দ্রুতই অপসারণ করা প্রয়োজন।

তিনি আরো জানান, খামারে আগের মতো উন্নতি না হলেও বর্তমানে যেটুকু হচ্ছে। তার আংশিক চুরি হয়ে যায়। আর এসকল অনিয়ম ও দুর্নীতিতে সহযোগিতা করেন জেডি’র নিজস্ব নিয়োগকৃত নাজিম উদ্দিন নামের এক শ্রমিক।

স্থানীয়রা জানান, মোর্শেদুল ইসলাম খামারে যোগদানের পর থেকে অনিয়ম দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের বীজ বিক্রি, টেন্ডার ছাড়া গাছ বিক্রি, গোপনে খামারের পুরানো গাড়ীর যন্ত্রাংশ বিক্রি, শ্রমিকদের ভুয়া বিল ভাউসার তৈরি ও টেন্ডার বানিজ্য করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

এছাড়া কৌশলে তার নিজ এলাকা থেকে নাজিম উদ্দিন নামের একজনকে

খামারে অঘোষিত জেডি নিয়োগ দিয়েছেন। তার মাধ্যমে খামারে বিভিন্ন অনিয়ম সংঘটিত হয়। শ্রমিকের ভুয়া তালিকাও সে তৈরী করে।

জানা গেছে, যুগ্ম পরিচালকের জন্য সরকার মাসিক বাসা ভাড়া দিলেও সে ভাড়া বাসায় না থেকে অবৈধভাবে খামারের অতিথি ভবন (রেস্ট হাউজ) ব্যবহার করে আসছেন। অতিথি ভবন নিজের বাসা হিসেবে ব্যবহার করলে তাকে প্রতি মাসে সরকারের নির্দিষ্ট ভাড়া পরিশোধ করার কথা থাকলেও তিনি কোন টাকা জমা দেননি। ফলে সরকারকে তিনি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আসছে। এছাড়া বিনা কারনে সরকারকে বাবুর্চি, পাহারাদার এবং বিদ্যুৎ ও এসি বিল বাবদ গুনতে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। এছাড়াও সরকারি গাড়ী ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারেরও অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

মোর্শেদুল ইসলাম সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে চুয়াডাঙ্গায় তার শশুরের এলাকায় গরুর ফার্ম করেছেন। তার এই অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদে খামার এলাকার চিৎলা, জুগিন্দা, নিত্যানন্দপুর ও বাঁশবাড়িয়া গ্রামের সচেতন মহল মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশও করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন মাধ্যমে তিনার অনিয়ম ও দুর্নীতির সংবাদ প্রচার হলেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেননি।

এ ব্যাপারে জেডই মোর্শদুল ইসলামের সাথে কথা বলতে চাইলে তিনি সব প্রশ্নের উত্তরে বলেন নো কমেন্টস।

ঝিনাইদহে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এক ব্যবসায়ীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ওই ব্যবসায়ী গত বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসকের নিকট একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ২০১৩ সালে মহেশপুরের জলিলপুর সড়কে আব্দুল হামিদ সাড়ে তিন শতক ডিসিআরভুক্ত জমি সংশ্লিষ্ট কর্র্তৃপক্ষের কাছ থেকে লিজ নিয়ে একটি সেমি পাকা ভবন নির্মাণ করে। পরে ওই ভবনে ডেকোরেটরের ব্যবসা শুরু করেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে নির্বিঘ্নে ব্যবসা করে আসছেন তিনি।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি মহেশপুর বণিক সমিতি থেকে একটি সালিশির চিঠি পান তিনি। পরে বণিকি সমিতিতে গিয়ে জানতে পারেন ওই জমির দাবি করছেন স্থানীয় শেখ মো. আনোয়ার সাদত রিপন নামের এক ব্যক্তি। সমিতিতে সালিশের সময় হামিদকে দ্রুত ওই জমিসহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়।

এরপর উপায় না পেয়ে গত ৩ মার্চ ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি পিটিশন দায়ের করেন তিনি। তখন আদালত ওই জমির ওপর ১৪৪ ধারা জারি করে।

আব্দুল হামিদ বলেন, ‘আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়েছে রিপন ও তার ক্যাডার বাহিনী। পুরো ভবন ভাঙচুর করেছে। প্রতিষ্ঠানে থাকা ২৫ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে তারা।’

অভিযোগ অস্বীকার করে মো. আনোয়ার সাদত রিপন বলেন, ‘ওই জায়গায় আমাদের মার্কেট রয়েছে। হামিদ যে জায়গায় ব্যবসা করে ওই জায়গাটাও আমাদের। তিনি মূলত সাবেক এমপি চঞ্চলের লোক। সম্ভবত ৫ আগস্টের পর থেকেই বিভিন্ন সময় ওই প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর করেছে বহিরাগতরা। এখন তিনি আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে।’

এ ব্যাপারে মহেশপুর থানার ওসি ফয়েজ উদ্দিন মৃধা বলেন, ‘শুনেছি ওই জমি নিয়ে দুই পক্ষের বিরোধ আছে। এখন বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য আদালতে চলে গেছে। বিজ্ঞ আদালত যে নির্দেশনা দিবে আমারা সেটাই পালন করবো।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জিএম এর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) স্বদেশ কুমার ঘোষের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়মসহ একাধিক অভিযোগ করে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর অভিযোগ দিয়েছেন সাধারণ গ্রাহক ও কর্মচারীরা।

অভিযোগের একটি অনুলিপি মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়েও পাঠানো হয়েছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারীদের অভিযোগের কিছুটা সত্যাতা পাওয়া গেছে। মেহেরপুর প্রতিদিন এ সকল অভিযোগ নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছে। যেগুলো পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবে। অভিযোগপত্র থেকে জানা গেছে, স্বদেশ কুমার ঘোষ মাগুরা পল্লী বিদ্যুতে থাকাকালীন আওয়ামী লীগ নেতা সাইফুল ইসলাম শেখরের আশ্রয় এবং প্রশ্রয়ে মাগুরাতে তিনি ত্রাসের রাজত্ব করেছেন এবং মেহেরপুরে এসে তৎকালীন জনপ্রশাসন মন্ত্রীর সাথে তাল মিলিয়ে দুর্নীতির রাজত্ব করেছেন।

বর্তমানে তিনি বিভিন্ন মিটিং মিছিলে বর্তমান সরকারের সমালোচনা করছেন এবং আওয়ামী লীগ সরকারের গুণগান করছেন যার প্রমাণ মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সকল অফিসাররা। তথাকথিত পবিস-আরইবি আন্দোলনের সময় তিনি চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর ডিসি অফিসে দলবল নিয়ে স্মারকলিপি দেন এবং আরইবির বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রশাসনকে উদ্বুদ্ধ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার সাধারণ চাষীদের নিকট হতে দুর্নীতিবাজ স্বদেশ কুমার ঘোষ গত চার মাসে অর্ধ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগকারীরা উল্লেখ করেছেন। বামুন্দি অফিস এবং গাংনী অফিসের মাধ্যমে বিনামূল্যে চাষীদের ট্রান্সফরমার দিয়ে ওই অর্থ তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন।

এজিএম জেরিন, পল্লী বিদ্যুতের ঠিকাদার তাজুল ও মোজাম্মেলের মাধ্যমে জিএম সাধারণ কৃষকের মাঝে থেকে টাকা নিতেন। এজিএম জেরিনের অপকর্মের শেষ নেই তারপরেও তাকে ইএমসি দপ্তরে রেখে জিএম সাহেব

দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন।

ইতিপূর্বে তাঁর বিরুদ্ধে আরইবিতে একাধিকবার অভিযোগ গেলেও জিএম তাঁর প্রভাব খাটিয়ে ও তদন্ত কমিটিতে ভয় দেখিয়ে সঠিকভাবে তদন্ত করতে দেননি।

গত চার মাসে বামুন্দি অফিসে ৮৫টি ট্রান্সফরমার বিনামূল্যে কৃষকের মাঝে দিলেও প্রতিটি ট্রান্সফরমার হতে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা করে এজিএম হানিফ স্যার এবং জিএম স্যার আত্মসাৎ করেছে। এজিএম হানিফ স্যার চাকরি জীবনে দুর্নীতির কারণে এর আগেও শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে দিনাজপুর সমিতিতে আর স্বদেশ কুমার প্রতিটি সমিতিতেই দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

বর্তমানে ঠিকাদার তাজুল ও মোজাম্মেল, এজিএম জেরিন ও জিএম স্যার মিলে গ্রাহকের নিকট হতে অবৈধভাবে অর্থ নিয়ে অনুমোদন ব্যতী রেখে লাইন নির্মান করছে। এতে সহযোগীতা করছেন গাংনী অফিসের ডিজিএম। তিনি বর্তমানে ঢাকা পবিসে বদলী হয়েছেন।

প্রতিটি অফিসে গ্রাহক ট্রান্সফরমার ক্রয় না করলে জামানাতের টাকা নেওয়া নিষেধ থাকলেও গাংনী ও বামুন্দি অফিসের জন্য তা ছিল ব্যতিক্রম। এজিএম জেরিন এই অপকর্মগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন।

সমিতি স্টোর হতে বিনামূল্যে কাট আওট সরবরাহ করা হলেও ঠিকাদারের মাধ্যমে প্রতিটি কাট আওট-এর জন্য কৃষকের কাছ থেকে ৫হাজার টাকা করে নেওয়া হয়। এই টাকার ভাগ পায় এজিএম জেরিন ও জিএম।

শিল্প গ্রাহক এর ক্ষেত্রে টাকা দিতে গ্রাহক অস্বীকৃতি জানালে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বছরের পর বছর আবেদন পেন্ডিং রাখা হয় জিএম এর নির্দেশে। অথচ টাকার বিনিময়ে অনুমোদন ছাড়াই সংযোগ হচ্ছে।

সেচ নীতিমালা না মেনে সমিতিতে ট্রান্সফরমারের ঘাটতি থাকলেও টাকার বিনিময়ে ট্রান্সফরমার সরবরাহ, গাংনী জোনাল অফিসের আওতায় সেচ নীতিমালা না মেনে টাকার বিনিময়ে কমান্ডিং এরিয়ার মধ্যে সংযোগ প্রাদান করেন।

সমিতির রেস্ট হাউসে বসে মদ ও মেয়ে নিয়ে অসভ্যতা করার অভিযোগও উঠেছে জিএম এর বিরুদ্ধে। এ কাজে সহযোগিতা করেন দুই এজিএম।

মিটার ও সার্ভিস তাঁর আরইবি হতে সাপ্লাই করলেও সংশ্লিষ্ট এজিএম টাকার বিনিময়ে কাট আওট, সার্ভিস তাঁর, মিটার দিয়ে থাকেন।

সমিতির নতুন সভাপতি একজন আওয়ামী লীগের দোসর হওয়ার পরও পুনরায় তাকেই পরিচালক করা হয়েছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলাম মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ৫ আগষ্ট শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেও গত মাস পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলে তার নাম রেখে দিয়েছিলেন জিএম। এছাড়া তিনি যোগসাজশ করে যুবলীগ নেতা পেরেশানের কাজিনকে পুনরায় সভাপতি করেছেন। যার মাধ্যমে তিনি পুরোনাদের দিয়ে পল্লী বিদ্যুৎকে চালানো চেষ্টা করছেন। এছাড়া কৃষক ও সাধারণ গ্রাহকদের যে অভিযোগ আছে তা সুষ্ঠ তদন্ত করলে সত্যতা পাওয়া যাবে তিনি মন্তব্য করেন।

তবে সকল অভিযোগ অস্বীকার করে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) স্বদেশ কুমার ঘোষ মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, নির্বাচন আরইবি নিয়ণÍ◌্রণ করেন। এখানে আমরা শুধু দাপ্তরিক কাজ করি। তবে সরকারের নির্দেশনায় সারাদেশেও কোথাও নির্বাচন না হওয়ায় পুনরায় পুরোনা কয়েকজন সদস্য হয়েছে। তাদের ভোটেই সভাপতি নির্বাচত হয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য অভিযোগের ব্যাপারে তিনি বলেন, ষড়যন্ত্র করে এসকল অভিযোগ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। পূর্বের কিছূ ভুলক্রুটি হয়ে থাকলেও সামনে যাতে এগুলো না হয় সেদিকে ব্যবস্থা নিবেন বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি।

ঝিনাইদহে বিএনপি নেতা জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তদন্ত কমিটি গঠন

ঝিনাইদহের মহেশপুরে আত্মগোপনে থাকা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনিচুর রহমান মিঠু মালিথাকে ভারতে পালাতে সহযোগিতার অভিযোগ ওঠে উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার বিরুদ্ধে।

এ নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় ‘লীগ নেতাকে পালাতে সহযোগিতার অভিযোগ

বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি। গতকাল রবিবার রাতে জেলা বিএনপির সহ-দফতর সম্পাদক সাকিব আহমেদ বাপ্পী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, দৈনিক কালেরকণ্ঠসহ বেশ কয়েকটি জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার বিরুদ্ধে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মিঠু মালিথাকে ভারতে পালানোর সহযোগিতার অভিযোগে সংবাদ প্রকাশিত হয়। অভিযোগের বিষয়টি তদন্তের জন্য জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মো. দবির হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. শাহজাহান আলী ও সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেনকে দিয়ে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো। এছাড়াও আগামী তিন কার্য দিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয় ওই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার রাতে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার জন্য মহেশপুরের বোয়ালিয়া গ্রামের সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা হাফিজুলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা। এই খবর পেয়ে ওই বাড়ি ঘিরে ফেলে স্থানীয় জনতা। পরে বিএনপি নেতা জিয়াউর রহমান জিয়ার লোকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে পালাতে সহযোগিতা করে।

এ ঘটনায় এলাকার মানুষের মাঝে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। এ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে গতকাল রবিার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া।

ঝিনাইদহ হাসপাতালের

অ্যাম্বুলেন্স চালকের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের অ্যাম্বলুন্সে চালক বকুল মিয়ার বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়ের করেছেন রোগী ও স্বজনের।

জানা গেছে, বকুল মিয়া ২০০৮ সালে সদর হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স চালক হিসেবে যোগদান করেন। এর পর কয়েক দফায় তাকে বদলি করা হয়। সম্প্রতি ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি আবারো সদর হাসপাতালে যোগদান করেন। এরপর থেকে নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, বকুল মিয়া নিজে অ্যাম্বুলেন্স না চালিয়ে অধিকাংশ সময় তার ছেলের দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স চালান। কোনো সংকটাপন্ন রোগীকে দূরে রের্ফাড করলে তিনি ওই রোগীর স্বজনদের সঙ্গে মোটা অংকের ভাড়া চুক্তি করে অন্য অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেন। নিজের তিনটি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে তার। যা নিয়ম বর্হিভূত। এছাড়াও হাসপাতাল এলাকায় প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্স চালকদের নিয়ে একটি সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছেন। যাদের দ্বারা প্রতিনিয়িত হয়রানির শিকার হচ্ছেন রোগ ও স্বজনেরা।

আরাফাত হোসেন নামের এক রোগীর স্বজন বলেন,‘আমার বোন সদর হাসপাতালে ভর্তি ছিল। তার অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় চিকিৎসকেরা তাকে ঢাকায় রের্ফাড করে। পরে আমারা সদর হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায় যাওয়ার জন্য সাড়ে আট হাজার টাাকায় ভাড়া করি। হাসপাতাল থেকে কিছু পথ যাওয়ার পর দেখি অ্যাম্বুলেন্স চালক বুকুল মিয়া গাড়ী বন্ধ করে বসে আছে। আধা ঘন্টা পর ঢাকার একটি হাসপাতালের আ্যাম্বুলেন্সে আমাদের তুলে দেয়। পেও জানতে পারি ওই অ্যাম্বুলেন্স চালককে তিন হাজার টাকা দিয়েছেন বকুল মিয়া।’

অভিযোগের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স চালক বকুল মিয়া।

এ ব্যাপারে সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ এসেছে। আমরা ঊর্ধতন কতৃপক্ষের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।’